مَا لَا يَسَعُ أَطْفَالَ الْـمُسْلِمِيْنَ جَهْلُهُ

মুসলিম সোনামণিদের জন্য যা জানা অত্যাবশ্যক

মূল:

শাইখ ইয়াযান আল-গানিম

অনুবাদ:

মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু আব্দিল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام ، الرياض

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস

পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ، وَالْـحَمْدُ للهِ؛ وَبَعْدُ:

আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আমরা এখানে আল্লাহর দীন বিষয়ক এমন কিছু মাসআলা আলোচনা করবো যে ব্যাপারে একজন মুসলিম সন্তানের অজ্ঞতার কোন ধরনের সুযোগ নেই। বরং একজন পিতার কর্তব্য হলো সন্তানের ছোট বয়স থেকেই তার বোধগম্য পদ্ধতিতে তাকে সেগুলো জানিয়ে দেয়া।

এটি মূলতঃ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আকীদা, ফিকহ, সীরাত, শিষ্টাচার ও তাফসীর বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ সিলেবাস। যা একজন ছোট বাচ্চা ও সকল বয়সের লোকের জন্য মানানসই। যা ঘরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা, মুখস্থ করা ও ব্যাখ্যার উপযুক্ত। যা প্রশ্নোত্তর আকারে বিষয় ভিত্তিক সাজানো হয়েছে।

আল্লাহর নিকট আশা করছি, তিনি যেন এর মাধ্যমে সকলকে লাভবান করেন।

ছোটদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব "তা'লীমুস-সিবয়ানে আত-তাওহীদা" এর ভূমিকায় ৭নং পৃষ্ঠায় বলেন: এ কল্যাণকর পুস্তিকাটি এমন বিষয়ে রচিত যা বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার পূর্বে শিক্ষা দেয়া বাধ্যতামূলক। যাতে ইসলামের মূল প্রকৃতির উপর একজন মানুষ পরিপূর্ণরূপে ঘঠিত হয়ে ঈমানের পথের একজন উত্তম তাওহীদপন্থী হতে পারে।

আকীদা

প্রশ্ন ১: কে তোমার প্রতিপালক?

উত্তর: আমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ। যিনি আমাকে ও বিশ্বজগতের সবাই নিজ নিয়ামতে লালন-পালন করেন।

প্রমাণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾.

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্বজগতের প্রতিপালক"। (আল-ফাতিহা: ২)

প্রশ্ন ২: তোমার ধর্ম কী?

উত্তর: আমার ধর্ম হলো ইসলাম। তথা তাওহীদ ও আনুগত্য এবং শিরক ও শিরককারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্নতার মাধ্যমে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾.

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম"। (আলি-ইমরান: ১৯)

প্রশ্ন ৩: তোমার নবী কে?

উত্তর: আমার নবী হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ﴾.

"মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন আল্লাহর রাসূল"। (আল-ফাতহ: ২৯)

প্রশ্ন ৪: তাওহীদের বাণী ও এর অর্থ উল্লেখ করো।

উত্তর: তাওহীদের বাণী হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। যার অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾.

"সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই"। (মুহাম্মাদ: ১৯)

প্রশ্ন ৫: আল্লাহ তা'আলা কোথায়?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির পর আকাশের দিকে আরশে

আজীমে সমুন্নত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾.

"দয়ালু আল্লাহ আরশে আজীমে সমুন্নত"। (তা-হা: ৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ﴾.

"তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্তা। আর তিনি হলেন প্রজ্ঞাময় ও সকল বিষয়জান্তা"। (আল-আনআম: ১৮)

প্রশ্ন ৬: "নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **হলেন আল্লাহর রাসূল"** এ ধরনের সাক্ষ্যের অর্থ কী?

উত্তর: এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল বিশ্ববাসীর নিকট সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছেন।

সুতরাং **১.** তাঁর আদেশ মান্য করা **২.** তাঁর দেয়া সংবাদ বিশ্বাস করা **৩.** তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করা **৪.** তাঁর শরীয়ত ব্যতীত আল্লাহর ইবাদাত না করা তথা তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদআতকে পরিত্যাগ করা **৫.** বাধ্যতামূলকভাবে সকল মানুষের চেয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বেশি ভালোবাসা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾.

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য সে বস্তুতঃ আল্লাহরই আনুগত্য করলো"। (নিসা: ৮০) তিনি আরো বলেন:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَى﴾.

"তিনি নিজের মনগড়া কথা বলেন না। তাঁর কথা প্রেরিত ওহী মাত্র"। (আন-নাজম: ৩-৪) তিনি আরো বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾.

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তোমরা যারা

আল্লাহর সাক্ষাত ও পরকালের আশা করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো"। (আল-আহযাব: ২১)

প্রশ্ন ৭: আল্লাহ আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: তিনি আমাদেরকে তাঁর একক শরীক বিহীন ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾.

"আমি মানুষ ও জিনকে একমাত্র আমারই ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি"। (আয-যারিয়াত: ৫৬)

প্রশ্ন ৮: আমাদের উপর প্রথম বাধ্যাতামূলক কাজ কী?

উত্তর: আমাদের উপর প্রথম বাধ্যতামূলক কাজ হলো আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন ৯: তাওহীদ কতো প্রকার?

উত্তর: তাওহীদ হলো তিন প্রকার:

১. তাওহীদুর-রুবূবিয়্যাহ। তথা এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহই হলেন আমাদের একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা, মালিক ও পরিচালনাকারী।

২. তাওহীদুল-উলূহিয়্যাহ। মানে আল্লাহকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে একক সাব্যস্ত করা। তথা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত না করা।

৩. তাওহীদুল-আসমাঈ ওয়াস-সিফাত। তথা কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত কোন দৃষ্টান্ত ও সাদৃশ্য ব্যতীত আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করা।

উক্ত তিন প্রকারের দলীল। আল্লাহ বলেন:

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾.

"তিনি আকাশমণ্ডল, জমিন ও এতদুভয়ের সবকিছুর প্রতিপালক। তাই তাঁরই ইবাদাত করো এবং তাঁর ইবাদাতে ধৈর্যধারণ করো। তুমি কি তাঁর সদৃশ ও সনামের কাউকে চেনো? (মারইয়াম: ৬৫)

প্রশ্ন ১০: সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি?

উত্তর: সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِـمَنْ يَّشَآءُ، وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা কখনোই ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি এর চেয়ে নিচের যে কোন গুনাহকে চাইলে ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করলো সে যেন মহা অপরাধে লিপ্ত হলো”। (আন-নিসা: ৪৮)

প্রশ্ন ১১: শিরক ও এর প্রকারগুলো উল্লেখ করো।

উত্তর: মূলতঃ শিরক হলো আল্লাহর পাশাপাশি অন্য উপাস্যের ইবাদাত করা।

শিরকের প্রকারসমূহ:

ক. বড় শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা ও তার জন্য সাজদাহ করা।

খ. ছোট শিরক। যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা ও তাবিজ-কবজের সাথে জড়িত হওয়া। এখানে তামায়িম বা তাবিজ বলতে এমন সবকিছুকে বুঝানো হয় যা কোন লাভ অর্জন ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য শরীরের কোথাও ঝুলানো হয়।

প্রশ্ন ১২: আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি গায়েব বা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্যের বাইরের কোন কিছু জানে?

উত্তর: এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ، وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ﴾.

“হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আকাশমণ্ডল ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। তারা এও জানে না যে, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে”। (আন-নামল: ৬৫)

প্রশ্ন ১৩: ঈমানের রুকন কয়টি?

উত্তর: ঈমানের রুকন ছয়টি:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান। **২.** তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান। **৩.** আল্লাহর কিতাবাদির প্রতি ঈমান। **৪.** তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান। **৫.** পরকালের প্রতি

ঈমান। ৬. তাকদীর কিংবা ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

এগুলোর প্রমাণ: মুসলিমে বর্ণিত জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর প্রসিদ্ধ হাদীস। জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বললেন:

فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرَ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

"আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন: তিনি বললেন: আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবাদি, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনা। তেমনিভাবে ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

প্রশ্ন ১৪: ঈমানের রুকনগুলোর ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা মানে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ও রিযিক দিয়েছেন। তিনিই সকল সৃষ্টির একক মালিক ও পরিচালক। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি হলেন পরিপূর্ণ মহান ও মহীয়ান। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তাঁর কোন শরীক ও সদৃশ নেই।

২. ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান আনা মানে এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাঁদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। যাঁরা তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্যে পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত।

তাঁদের একজন হলেন জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম)। তিনি ওহী নিয়ে নবীদের নিকট অবতরণ করেন।

৩. কিতাবাদির প্রতি ঈমান আনা মানে এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের নিকট অনেকগুলো কিতাব নাযিল করেন। যেমন: তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর কুরআন নাযিল করেন। ঈসা (আলাইহিস-সালাম) এর উপর ইঞ্জীল নাযিল করেন। মূসা (আলাইহিস-সালাম) এর উপর তাওরাত নাযিল করেন। দাঊদ (আলাইহিস-সালাম) এর উপর যাবূর নাযিল করেন। তেমনিভাবে তিনি ইব্রাহীম ও মূসা (আলাইহিমাস-সালাম) এর উপর অনেকগুলো সহীফা নাযিল করেন।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা মানে এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাঁদেরকে মানুষের শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা মানুষদেরকে কল্যাণ ও

জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং সকল ধরনের অনিষ্ট ও জাহান্নাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন দৃঢ়চেতা পাঁচজন রাসূল। তাঁরা যথাক্রমে,

১. নূহ (আলাইহিস-সালাম)। **২.** ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম)। **৩.** মূসা (আলাইহিস-সালাম)। **৪.** ঈসা (আলাইহিস-সালাম)। **৫.** মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

৫. পরকালের প্রতি ঈমান আনা মানে মৃত্যু পরবর্তী কবর, কিয়ামতের দিবস, পুনরুত্থান ও হিসাবের দিনে বিশ্বাস করা। যখন জান্নাতীরা নিজেদের মঞ্জীলসমূহে এবং জাহান্নামীরা তাদের মঞ্জীলসমূহে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনা মানে এ কথা বিশ্বাস করা যে, তাকদীরের চারটি স্তর রয়েছে।

ক. আল্লাহর জ্ঞান। তথা কোন কিছু ঘটার আগে ও পরে সেই বস্তু সম্পর্কে তাঁর অগ্রিম জ্ঞান থাকা।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِيْ الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি জানেন জরায়ুর মধ্যে কী রয়েছে। কেউ জানে না সে আগামীকাল কী কামাই করবে। কেউ জানে না সে কোন্ জমিনে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন ও সেগুলোর খবর রাখেন"। (লুকমান: ৩৪)

খ. আল্লাহ তা'আলা তাকদীরের সবকিছুই তাঁর লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। অতএব, যা কিছু ঘটেছে কিংবা অচিরেই ঘটবে তা সবই তাঁর নিকট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ﴾.

"তাঁর নিকটই রয়েছে গাইবের চাবিকাঠি। যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানে

না। তিনি জানেন জল ও স্থলের সবকিছু। একটি পাতা ঝরলেও তিনি তা জানেন। জমিনের অন্ধকারে লুক্কায়িত বীজ এবং তাজা ও শুকনো সবকিছুই তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে"। (আল-আনআম: ৫৯)

গ. প্রতিটি বস্তু তাঁর ইচ্ছায় ঘটে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর কোন সৃষ্টি বা অন্য কোন কিছু ঘটতেই পারে না।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لِـمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ، وَمَا تَشَآؤُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَـمِيْنَ﴾.

"এটি তার জন্য তোমাদের মধ্যে যে সরল ও সঠিক পথে চলতে চায়। তবে তোমরা সেটির ইচ্ছা করতে পারো না যতক্ষণ না সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা ইচ্ছা করেন"। (আত-তাকওয়ীর: ২৮-২৯)

ঘ. এ কথায় বিশ্বাস করা যে, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ সেগুলোর সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও কর্মচঞ্চলতা এবং সেগুলোর মধ্যকার সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ﴾.

"আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন"। (আস-সাফফাত: ৯৬)

প্রশ্ন ১৫: কুরআন কী?

উত্তর: কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। যা আল্লাহর সৃষ্টি নয়। আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْـمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ..﴾.

"যদি কোন মুশরিক আপনার আশ্রয় চায় তাহলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়"। (আত-তাওবাহ: ৬)

প্রশ্ন ১৬: সুন্নাত কী?

উত্তর: সুন্নাত হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সকল কথা, কাজ কিংবা তাঁর সৃষ্টিগত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী।

প্রশ্ন ১৭: বিদআত কী? এবং বিদআত করা কি জায়িয?

উত্তর: ধর্মের নামে মানবসৃষ্ট সকল নব আবিষ্কৃত বিয়ষ। যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের যুগে বিদ্যমান ছিলো না।

বিদআত করা কখনো জায়িয নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"সকল নব আবিষ্কৃত বিষয়ই ভ্রষ্টতার শামিল"। (আবু দাউদ)

বিদআতের দৃষ্টান্ত হলো ইবাদাতে কোন কিছু বাড়িয়ে দেয়া। যেমন: ওযুর মধ্যে ঘাড় মাসেহ করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্মদিবস পালন করা। কারণ, এগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের থেকে বর্ণিত নয়।

প্রশ্ন ১৮: শত্রুতা ও বন্ধুত্বের আকীদা বর্ণনা করো।

উত্তর: বন্ধুত্ব হলো মু'মিনদেরকে ভালোবাসা ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الْـمُؤْمِنُوْنَ وَالْـمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ..﴾.

"মু'মিন পুরুষ ও মহিলা মূলতঃ একে অপরের বন্ধু"। (আত-তাওবাহ: ৭১)

আর শত্রুতা হলো কাফির ও মু'মিনদের শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّآ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ﴾.

"তোমাদের জন্য ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) ও তাঁর সাথীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বললেন: তোমাদের সাথে ও তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মূর্তিগুলোর পূজা করছো সেগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের সাথে আমরা আজ থেকে সম্পর্কচ্ছিন্ন করলাম। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকাল শত্রুতা চলতে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করবে"। (আল-মুমতাহিনাহ: ৪)

প্রশ্ন ১৯: সাহাবায়ে কিরাম কারা? আমরা কি তাঁদেরকে ভালোবাসবো?

উত্তর: সাহাবায়ে কিরাম হলেন ওরা যাঁরা মু'মিন অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথী হয়েছেন এবং ঈমানের উপরই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

আমরা তাঁদেরকে ভালোবাসবো ও তাঁদের অনুসরণ করবো। তাঁরা হলেন নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মানুষ।

আবার তাঁদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চারজন খলীফা। যথাক্রমে তাঁরা হলেন:

১. আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ২. উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ৩. উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ৪. আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

প্রশ্ন ২০: মু'মিনদের মূল আবাসস্থল কী?

উত্তর: মু'মিনদের মূল আবাসস্থল হলো জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ..﴾.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর তলদেশ দিয়ে অনেকগুলো নদী প্রবাহিত হবে"। (মুহাম্মাদ: ১২)

প্রশ্ন ২১: কাফিরদের মূল আবাসস্থল কী?

উত্তর: কাফিরদের মূল আবাসস্থল হলো জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ﴾.

"তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফিরদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে"। (আল-বাকারাহ: ২৪)

প্রশ্ন ২২: একজন মু'মিনের মাঝে ভয় ও আশা উভয়টি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। অতএব, ভয় ও আশা কী? দলীলসহ উল্লেখ করো।

উত্তর: ভয় হলো আল্লাহ ও তাঁর শাস্তিকে ভয় পাওয়া।

আর আশা হলো আল্লাহর সাওয়াব, ক্ষমা ও তাঁর রহমতের আশা করা।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أُوْلَائِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا﴾.

“ওরা তথা মুশরিকরা যাদেরকে ডাকে তারাওতো নিজেদের প্রতিপালকের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম অনুসন্ধান করে। তারা সবাই এ প্রতিযোগিতা করে যে, কে আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হতে পারে। তারা সবাই আল্লাহর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় পায়। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক হওয়া চাই”। (আল-ইসরা/বনী ইসরাঈল: ৫৭)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيْمُ﴾.

“হে রাসূল! আপনি আমার বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল দয়ালু। আর আমার শাস্তি খুবই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি”। (আল-হিজর: ৪৯-৫০)

প্রশ্ন ২৩: আল্লাহর কিছু নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করো।

উত্তর: السَّمِيْعُ সর্বশ্রোতা, الْبَصِيْرُ সর্বদ্রষ্টা, الْعَلِيْمُ সর্বজ্ঞাত, الرَّحْمَنُ অধিক করুণাময়, الرَّزَّاقُ রিযিকদাতা, الْحَيُّ চিরঞ্জীব ও الْعَظِيْمُ সর্বমহান...। এ ছাড়াও আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম ও মহান গুণাবলী রয়েছে।

প্রশ্ন ২৪: উক্ত নামগুলোর ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: السَّمِيْعُ অর্থ: যাঁর শ্রবণশক্তি সবকিছু শুনতে পায়। তিনি বিভিন্ন রকমারী ভাষার সকল ধ্বনি শুনতে পান।

الْبَصِيْرُ অর্থ: যিনি সবকিছু দেখতে পান। চাই তা ছোট হোক কিংবা বড়।

الْعَلِيْمُ অর্থ: যাঁর জ্ঞান গত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছুকেই বেষ্টন করে আছে।

الرَّحْمَنُ অর্থ: যাঁর দয়া তাঁর সকল সৃষ্টি ও জীবকে বেষ্টন করে আছে। অতএব, সকল বান্দা ও আল্লাহর সৃষ্টি তাঁর রহমতেরই অধীন।

الرَّزَّاقُ অর্থ: সকল সৃষ্টি তথা মানুষ, জিন ও সকল বিচরণশীল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব যাঁর হাতে।

الْحَيُّ অর্থ: যিনি চিরঞ্জীব; যাঁর কোন মৃত্যু নেই। অথচ তাঁর সকল সৃষ্টিই মরণশীল।

الْعَظِيْمُ অর্থ: সকল পরিপূর্ণতা যাঁর জন্য এবং সকল মহিমা যাঁর নাম, গুণাবলী ও কর্মে রয়েছে।

প্রশ্ন ২৫: ঈমান কি আসলেই কথা ও কাজের নাম?

উত্তর: ঈমান হলো কথা, কাজ ও বিশ্বাসের সমষ্টি। তাই আমল হলো ঈমানের একটি বিশেষ রুকন। যা ব্যতীত ঈমান কখনোই বিশুদ্ধ হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ادْخُلُوْا الْـجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾.

"তোমরা নিজের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো"। (আন-নাহল: ৩২)

প্রশ্ন ২৬: ঈমান কি বাড়ে ও কমে?

উত্তর: মূলতঃ ঈমান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে বাড়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে তা কমে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْـمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾.

"নিশ্চয়ই সত্যিকার মু'মিন ওরাই যাদের অন্তরগুলো আল্লাহর স্মরণে কেঁপে উঠে, তাঁর বাণীগুলো তিলাওয়াত করলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে"। (আল-আনফাল: ২)

প্রশ্ন ২৭: ইহসান কী?

উত্তর: ইহসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যে, যেন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। যদি এমনভাবে তাঁকে দেখা সম্ভবপর না হয় তাহলে এ কথা মনে করতে হবে যে, তিনি অবশ্যই আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন।

প্রশ্ন ২৮: কখন আল্লাহর নিকট যে কোন নেক আমল কবুল হয়?

উত্তর: বস্তুতঃ যে কোন নেক আমল দু'টি শর্তে কবুল হয়:

১. যদি তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাঁটিরূপে সাধিত হয়।

২. যদি তা কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত মাফিক

বাস্তবায়িত হয়।

প্রশ্ন ২৯: আল্লাহর উপর ভরসা করার মানে কী?

উত্তর: তাওয়াক্কুল মানে সার্বিক উপকরণ গ্রহণ করে যে কোন লাভ অর্জনে কিংবা যে কোন ক্ষতি থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ...﴾.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর করবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন"। (আত-তালাক: ৩)

প্রশ্ন ৩০: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ বলতে কী বুঝানো হয়?

উত্তর: বস্তুতঃ সৎকাজ বলতে আল্লাহর সকল ধরনের আনুগত্য এবং অসৎকাজ বলতে সকল ধরনের পাপকে বুঝানো হয়।

ফিকহ

প্রশ্ন ১: তাহারাত বা পবিত্রতার বর্ণনা দাও।

উত্তর: তাহারাত মানে বাহ্যিক ও বিধানগত নাপাকি দূর করা।

বাহ্যিক নাপাকি দূর করা মানে শরীরে, কাপড়ে বা সালাত পড়ার জায়গায় লেগে থাকা যে কোন নাপাকি দূর করা।

বিধানগত নাপাকি দূর করা মানে বাহ্যত কোন নাপাকি দেখা যাচ্ছে না বটে তবে শরীয়ত তাকে নাপাক বলে গণ্য করছে বলে পবিত্র পানি দিয়ে অথবা পানি না থাকলে কিংবা তা ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুমের মাধ্যমে সেই নাপাকি দূর করা।

প্রশ্ন ২: কোন কিছুতে নাপাকি লেগে গেলে সেটিকে কীভাবে পাক করা হবে?

উত্তর: নাপাকি থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত সেটিকে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তবে কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেটিকে সাতবার ধুয়ে নিতে হবে এবং প্রথমবার ধোয়ার সময় কিছুটা মাটিও ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন ৩: ওযুর ফযীলত কী?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিম্নোক্ত বাণী ওযুর ফযীলতের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। তিনি বলেন:

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْـمُسْلِمُ أَوِ الْـمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْـمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْـمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْـمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْـمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْـمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْـمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.

“যখন কোন মুসলিম বা মু’মিন বান্দা ওযু করতে গিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করবে তখন তার চেহারা থেকে পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার চোখের সকল গুনাহ বেরিয়ে পড়বে। যেদিকে সে হারামভাবে নিজ চোখে তাকিয়েছে। যখন সে তার উভয় হাত ধৌত করবে তখন তার উভয় হাত থেকে

পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার হাতের সকল গুনাহ্ বেরিয়ে পড়বে। যেটিকে সে হারামভাবে নিজ হাতে ধরেছে। যখন সে তার উভয় পা ধৌত করবে তখন পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার পায়ের সকল গুনাহ্ বেরিয়ে পড়বে। যেটির দিকে সে হারামভাবে নিজ পায়ে হেঁটেছে। ফলে সে গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে পড়বে"। (মুসলিম)

প্রশ্ন ৪: তুমি কীভাবে ওযু করবে?

উত্তর: ওযু করার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. প্রথমে দু'হাত তিনবার ধৌত করবো।

২. অতঃপর তিনবার মুখে পানি নিয়ে কুল্লি করবো এবং নাকের ভেতর পানি টেনে নিয়ে তা ঝেড়ে ফেলবো।

৩. এরপর তিনবার চেহারা ধুয়ে নিবো।

৪. অতঃপর কনুই পর্যন্ত তিনবার নিজ হাত দু'টো ধুয়ে নিবো।

৫. এরপর হাত দু'টোকে সামনে-পেছনে নিয়ে কানসহ একবার মাথা মাসেহ করবো।

৬. অতঃপর টাখনু পর্যন্ত তিনবার নিজ পা দু'টো ধুয়ে নিবো।

এটি হলো ওযুর পুরপূর্ণ পদ্ধতি। যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বুখারী ও মুসলিমের কয়েকটি হাদীসে উসমান ইবনু আফফান, আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ও অন্যান্যদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তেমনিভাবে বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে ওযুর প্রত্যেকটি অঙ্গ এক একবার এবং দু' দু'বার ধোয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: ওযুর ফরয কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ওযুর ফরয বলতে এমন কিছু কর্মকে বুঝানো হয় যেগুলোর কোন একটি বাদ পড়লে ওযু বিশুদ্ধ হবে না। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. কুল্লি ও নাকে পানি দেয়াসহ পুরো মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা।

২. কনুইসহ উভয় হাত একবার ধৌত করা।

৩. কানসহ পুরো মাথা মাসেহ করা।

৪. টাখনুসহ উভয় পা একবার ধৌত করা।

৫. ওযুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। তথা প্রথমে পুরো মুখমণ্ডল অতঃপর দু'হাত ধৌত করা। এরপর মাথা মাসেহ করা ও উভয় পা

ধৌত করা।

৬. বিরতিহীনভাবে লাগাতার ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করা। যাতে পরের অঙ্গ ধুতে ধুতে আগের অঙ্গটি শুকিয়ে না যায়। যেমন: ওযুর কিছু অংশ সেরে অনেক্ষণ পর তা পরিপূর্ণ করা।

প্রশ্ন ৬: ওযুর সুন্নত কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ওযুর সুন্নত বলতে এমন কর্মসমূহকে বুঝানো হয় যেগুলো করলে বাড়তি সাওয়াব মিলবে এবং না করলে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু ওযু বিশুদ্ধ হবে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।

২. মিসওয়াক করা।

৩. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

৪. আঙ্গুল খিলাল করা।

৫. একবারের বেশি যে কোন অঙ্গ ধৌত করা।

৬. ধোয়ার কর্মটি ডান দিক থেকে শুরু করা।

৭. ওযু শেষে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা ও রাসূল"।

৮. এরপর দু' রাকআত সালাত আদায় করা।

প্রশ্ন ৭: ওযু ভঙ্গকারী বিষয় কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ওযু ভঙ্গকারী বিষয় চারটি। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. সামনে বা পেছনের রাস্তা দিয়ে মল-মূত্র কিংবা হাওয়া ইত্যাদি বের হওয়া।

২. নিন্দ্রা, মাতলামি কিংবা অবচেতন হওয়া।

৩. উটের গোস্ত খাওয়া।

৪. হাত দিয়ে গুহ্যদ্বার কিংবা লজ্জাস্থান সরাসরি স্পর্শ করা।

প্রশ্ন ৮: তায়াম্মুম কী?

উত্তর: তায়াম্মুম হলো পানি না পাওয়া গেলে কিংবা তা ব্যবহারে অক্ষম হলে জমিনের উপরিভাগের মাটি ইত্যাদি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করা।

প্রশ্ন ৯: তায়াম্মুমের পদ্ধতি কী?

উত্তর: তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো দু'হাতের তালু দিয়ে মাটিতে আঘাত করে চেহারা ও উভয় হাতের উপরিভাগ একবার মাসেহ করা।

প্রশ্ন ১০: তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বিষয় কী?

উত্তর: তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. ওযু ভঙ্গকারী সকল বিষয়।

২. পানি পাওয়া কিংবা পানি ব্যবহারের অক্ষমতা দূর হওয়া।

প্রশ্ন ১১: সালাত কী?

উত্তর: সালাত হলো এমন কিছু বিশেষ কথা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করা যেগুলোর শুরু তাকবীর দিয়ে এবং শেষ সালাম দিয়ে।

প্রশ্ন ১২: সালাতের বিধান কী?

উত্তর: সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

প্রশ্ন ১৩: দৈনন্দিন কয় বেলা সালাত পড়তে একজন মুসলিম বাধ্য? এবং প্রত্যেক বেলা সালাতের রাকআত সংখ্যা কতো?

উত্তর: দৈনন্দিন পাঁচ বেলা সালাত পড়তে একজন মুসলমান বাধ্য। সেগুলো হলো ফজরের সালাত দু' রাকআত, জোহরের সালাত চার রাকআত, আসরের সালাত চার রাকআত, মাগরিবের সালাত তিন রাকআত ও ঈশার সালাত চার রাকআত।

প্রশ্ন ১৪: সালাতের শর্ত সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

উত্তর: সালাতের শর্ত হলো নয়টি। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. মুসলমান হওয়া। ফলে তা কাফির থেকে বিশুদ্ধ হবে না।

২. জ্ঞান ও মেধা সচল থাকা। ফলে তা পাগল থেকে বিশুদ্ধ হবে না।

৩. ছেলে-মেয়ের পার্থক্য জ্ঞান।

৪. নিয়ত করা।

৫. সালাতের সময় হওয়া।

৬. বিধানগত নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া।

৭. বাহ্যিক নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া।

৮. সতর ঢেকে রাখা।

৯. কিবলামুখী হওয়া।

প্রশ্ন ১৫: সালাতের রুকন সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

উত্তর: সালাতের রুকন হলো ১৪টি। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. সক্ষম হলে ফরয সালাতে দাঁড়ানো।

২. তাকবীরে তাহরীমা তথা "আল্লাহু আকবার" বলা।

৩. সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা।

৪. রুকূ করা। তথা পিঠ ও মাথা সমান্তরাল রেখে টানটান করে ঝুঁকে পড়া।

৫. রুকূ থেকে মাথা উঠানো।

৬. রুকূ থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ানো।

৭. সাজদাহ করা। তথা কপাল, নাক, দু'হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো সাজদাহর জায়গায় রাখা।

৮. সাজদাহ থেকে উঠা।

৯. দু'সাজদাহর মাঝখানে বসা।

দু'সাজদাহর মাঝখানে বসার সুন্নত নিয়ম হলো ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে সেটিকে খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে সেটির উপর বসা।

১০. প্রত্যেক কর্মগত রুকনে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

১১. শেষ তাশাহহুদ।

১২. শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা।

১৩. দু' সালাম দেয়া। তথা "আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" দু'বার বলা।

১৪. রুকনগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। ফলে কেউ রুকূর আগে ইচ্ছাকৃতভাবে সাজদাহ দিলে তার সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে তা ভুলে হয়ে গেলে রুকূ করে পুনরায় সাজদাহ করবে।

প্রশ্ন ১৬: সালাতের ওয়াজিবগুলো উল্লেখ করো।

উত্তর: সালাতের ওয়াজিব হলো ৮টি। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া অন্যান্য তাকবীর দেয়া।

২. ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য "সামিআল্লাহু লিমান-হামিদাহ" বলা।

৩. "রাব্বানা ওয়ালাকাল-হামদ" বলা।

৪. রুকূতে একবার "সুবহানা রাব্বিয়াল-আজীম" বলা।

৫. সাজদায় একবার "সুবহানা রাব্বিয়াল-আ'লা" বলা।

৬. দু' সাজদাহর মাঝখানে "রাব্বিগফিরলী" বলা।

৭. প্রথম তাশাহহুদ বলা।

৮. প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।

প্রশ্ন ১৭: সালাতের সুন্নাতসমূহ কী কী?

উত্তর: সালাতের মৌখিক সুন্নাতসমূহ ১১টি। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. তাকবীরে তাহরীমার পর নিম্নোক্ত সানা পড়া:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম অতি বরকতময়। আপনার মহত্ত্ব অতি সমুন্নত। আপনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই"। এটিকে ইস্তিফতাহ তথা সালাত শুরুর দুআ বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

২. "আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতানির-রাজীম" বলা।

৩. "বিসমিল্লাহির-রাহমানির-রাহীম" বলা।

৪. সূরা ফাতিহার পর "আমীন" বলা।

৫. সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা পড়া।

৬. ইমামের জন্য জায়গামতো কিরাত জোরে পড়া।

৭. মুক্তাদি না হলে রুকূ থেকে উঠার পর নিম্নোক্ত দু'আর অংশটুকু বলা:

مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

"আকাশ ও জমিন ভর্তি এবং এ ছাড়া আপনি যা চান সে জিনিস ভর্তি"।

তবে বিশুদ্ধ মত হলো এটি মুক্তাদির জন্যও সুন্নাত।

৮. রুকূর তাসবীহ একবারের বেশি বলা। তথা দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিংবা এরচেয়ে বেশি তাসবীহ।

৯. সাজদাহর তাসবীহ একবারের বেশি বলা।

১০. দু' সাজদাহর মাঝখানে একবারের বেশি "রাব্বিগফিরলী" বলা।

১১. শেষ তাশাহহুদে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবারবর্গের উপর রহমত পাঠানো এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য বরকতের আবেদন জানানো

ও অন্যান্য দু'আ করা।

আর সালাতের কর্মগত সুন্নাত বা অবস্থা হলো ১৩টি। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় দু' হাত উঁচু করা।

২. রুকূর সময় দু' হাত উঁচু করা।

৩. রুকূ থেকে উঠার সময় দু' হাত উঁচু করা।

৪. উক্ত সকল অবস্থায় দু' হাত উঁচু করার পর সেগুলোকে নামিয়ে ফেলা।

৫. সালাতে দাঁড়ানোর সময় ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।

৬. সালাতে নিজ দৃষ্টিকে সাজদাহর জায়গার দিকে রাখা।

৭. সালাতে দাঁড়ানোর সময় দু' পায়ের মাঝখানে ফাঁকা রাখা।

৮. রুকূর সময় পিঠকে টানটান করে এবং মাথাকে পিঠের বরাবর রেখে হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে দু' হাত দ্বারা হাঁটুদু'টো ধরে রাখা।

৯. সাজদাহর অঙ্গগুলোকে সাজদাহর জায়গা তথা জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখা।

১০. সাজদাহর সময় নিজের দু' বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে এবং পেটকে দু' রান থেকে উপরন্তু দু' রানকে জঙ্ঘা থেকে দূরে রাখা। তেমনিভাবে দু' হাঁটুর মাঝে ফাঁকা রাখা ও দু' পাকে খাড়া করিয়ে রাখা। অনুরূপভাবে দু' পায়ের আঙ্গুলগুলোর পেটকে জমিনে ছড়িয়ে দেয়া ও দু' হাতের আঙ্গুলগুলোকে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে নিজের কাঁধ বরাবর বিছিয়ে রাখা।

১১. প্রথম তাশাহহুদ ও দু' সাজদাহর মাঝখানে বসার সময় ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর এবং শেষ তাশাহহুদে জমিনের উপর পাছা লাগিয়ে বসা।

১২. দু' সাজদাহর মাঝখানে দু' হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে রেখে দু' রানের উপর বিছিয়ে দেয়া। তাশাহহুদের সময়ও একইভাবে রাখবে। তবে সে ক্ষেত্রে ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে গোলাকার করে এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও অনামিকাকে গুছিয়ে দুআর সময় তর্জনী দিয়ে ইশারা করবে।

১৩. সালামের সময় ডান ও বামে তাকানো।

প্রশ্ন ১৮: সালাত ভঙ্গকারী বিষয় কয়টি ও কী কী?

উত্তর: সালাত ভঙ্গকারী বিষয় চারটি। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. সালাতের কোন রুকন বা শর্ত ছেড়ে দেয়া।

২. ইচ্ছাকৃত কথা বলা।

৩. খাওয়া ও পান করা।

৪. লাগাতার বেশি নড়াচড়া করা।

প্রশ্ন ১৯: একজন মুসলিম কীভাবে সালাত আদায় করবে?

উত্তর: সালাত আদায়ের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. কোন দিকে না তাকিয়ে ও না বেঁকে পুরো শরীর দ্বারা কিবলামুখী হবে।

২. নিয়ত মুখে উচ্চারণ না করে কেবল অন্তর দিয়ে পাঠ্যমান সালাতের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করবে।

৩. দু' হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঁচিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে তাকবীরে তাহরীমাহ বাঁধবে।

৪. ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর অপর পিঠে রেখে বুকের উপর বাঁধবে।

৫. এরপর সালাত শুরুর দুআ পড়বে। যা নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার মাঝে ও আমার গুনাহের মাঝে এতটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করুন যতটুকু দূরত্ব রয়েছে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গুনাহ থেকে পবিত্র করুন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহগুলোকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে ফেলুন"। অথবা বলবে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম সুমহান এবং আপনার মর্যাদা সমুন্নত। আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই"।

৬. অতঃপর বলবে:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"।

৭. এরপর বলবে:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

"করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি"। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়বে:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾.

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যিনি সর্বজগতের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময় দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই সাহায্য চাই। আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান। যে পথ আপনি দেখিয়েছেন আপনার নিয়ামতপ্রাপ্তদেরকে। ওদের পথ নয় যারা আপনার রোষানলে পতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট"। (আল-ফাতিহা: ১-৭)

এরপর "আমীন" বলবে। যার অর্থ হলো হে আল্লাহ! আপনি আমার আবেদন কবুল করুন।

৮. অতঃপর সাধ্যমতো কুরআন তিলাওয়াত করবে। তবে ফজরের সালাতে লম্বা কিরাত পড়ার চেষ্টা করবে।

৯. এরপর রুকূ করবে। তথা আল্লাহর মহত্ত্ব প্রদর্শনে নিজের পিঠকে ঝুঁকিয়ে দিবে। রুকূর সময় দু' হাত কাঁধ বরাবর উঁচিয়ে তাকবীর বলবে। রুকূর সুন্নাত নিয়ম হলো পিঠকে টানটান করে মাথাকে পিঠের বরাবর রাখবে এবং দু' হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটু দু'টোকে আঁকড়ে ধরবে।

১০. রুকূর মধ্যে তিনবার বলবে:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

"আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।

পারলে আরেকটু বাড়িয়ে বললে ভালো হবে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ!

আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।

১১. এরপর রুকূ থেকে মাথা উঁচিয়ে দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বলবে:

سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ.

"আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর কথা শুনেছেন"। তবে মুক্তাদি তা না বলে এর পরিবর্তে সে বলবে:

رَبَّنَا وَلَكَ الْـحَمْدُ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা"।

১২. রুকূ থেকে উঠার পর বলবে:

رَبَّنَا وَلَكَ الْـحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আকাশ ও জমিন ভর্তি এবং এ ছাড়া আপনি যা চান সেই জিনিস ভর্তি"।

১৩. এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম সাজদাহ দিবে। তবে খেয়াল করে সাতটি অঙ্গের উপরই সাজদাহ দিবে: কপাল ও নাক, দু' হাতের তালু, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলের মাথাসমূহ। আর সাজদাহের সময় দু' বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখবে এবং হাত দু'টোকে জমিনে না বিছিয়ে দিয়ে সেগুলোর আঙ্গুলের মাথাগুলোকে কিবলামুখী রাখবে।

১৪. অতঃপর সাজদাহে তিনবার বলবে:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

"আমার সমুন্নত প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।

পারলে আরেকটু বাড়িয়ে বললে ভালো হবে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

"হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।

১৫. এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে সাজদাহ থেকে মাথা উঠাবে।

১৬. অতঃপর দু' সাজদাহর মাঝখানে বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া করে দিবে।

১৭. আর দু’ সাজদাহর মাঝে বসে বলবে:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَعَافِنِيْ.

“হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমা ও দয়া করুন এবং হিদায়েত ও রিযিক দিন। উপরন্তু আমার ঘাটতি ও দরিদ্রতা দূর করে আমাকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দিন”।

১৮. এরপর ধীরস্থিরভাবে তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় সাজদাহ দিবে এবং তাতে তাই করবে যা পূর্বের সাজদায় করেছে ও বলেছে।

১৯. অতঃপর “আল্লাহু আকবার” বলে দ্বিতীয় সাজদাহ থেকে উঠে প্রথম রাকআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকআত আদায় করবে। তাতে তাই করবে যা প্রথম রাকআতে করেছে ও বলেছে। তবে তাতে সালাত শুরুর দুআ পড়বে না।

২০. এরপর দ্বিতীয় রাকআত শেষে “আল্লাহু আকবার” বলে বসবে এবং ডান হাতটিকে হাঁটুর কাছে রেখে এর অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে ঘুটিয়ে এবং তর্জনীকে উঁচিয়ে সেটিকে নেড়ে দুআ করবে। এদিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাকে গোলাকার করে রাখবে। উপরন্তু বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে হাঁটুর কাছাকাছি রাখবে।

২১. উক্ত বৈঠকে নিম্নোক্ত দুআগুলো বলবে:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ

فِتْنَةِ الْـمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"সকল মৌখিক, শারিরীক ও আর্থিক ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, বরকত ও রহমত নাযিল হোক। তেমনিভাবে আমাদের সকলের উপর এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর দয়া করুন যেমনিভাবে আপনি ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর দয়া করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রশংসিত মর্যাদাবান। তেমনিভাবে আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন যেমনিভাবে আপনি ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রশংসিত মর্যাদাবান।

আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

অতঃপর পছন্দসই দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ কামনা করবে।

২২. এরপর ডান ও বাম দিকে নিম্নোক্ত বাক্য বলে সালাম ফিরাবেঃ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله.

"আপনাাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক"।

২৩. তবে তিন রাকআত বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত হলে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

পর্যন্ত বলে দাঁড়িয়ে যাবে।

২৪. দাঁড়ানোর সময় "আল্লাহু আকবার" বলবে ও দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

২৫. এরপর বাকি সালাত দ্বিতীয় রাকআতের ন্যায় পড়বে। তবে সেখানে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা মিলাবে না।

২৬. অতঃপর তাওয়াররুক করবে। তথা ডান পাকে খাড়া করে বাম পাকে ডান পায়ের জঙ্ঘার নিচ দিয়ে বের করে দিবে এবং পাছাকে জমিনের উপর রেখে প্রথম তাশাহহুদের ন্যায় দু’ হাতকে রানের উপর রাখবে।

২৭. উক্ত বৈঠকে দরূদ ও দুআয়ে মাসূরা সবই পড়ে নিবে।

২৮. এরপর ডান ও বাম দিকে নিম্নোক্ত বাক্য বলে সালাম ফিরাবে:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

“আপনাাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক”।

প্রশ্ন ২০: সুনানে রাতিবা কী?

উত্তর: সুনানে রাতিবা হলো ফরয সালাত ব্যতীত প্রাত্যহিক পঠনীয় ১২ রাকআত সালাত। যেগুলো যথাক্রমে:

ক. ফজরের আগে দু’ রাকআত। **খ.** যুহরের আগে চার রাকআত। **গ.** যোহরের পর দু’ রাকআত। **ঘ.** মাগরিবের পর দু’ রাকআত। **ঙ.** ইশার পর দু’ রাকআত।

প্রশ্ন ২১: সালাতে খুশূ’ কী?

উত্তর: খুশূ’ হলো সালাতে অন্তরের উপস্থিতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থিরতা।

প্রশ্ন ২২: যাকাত কী?

উত্তর: যাকাত হলো বিশেষ সময়ে ও বিশেষ সম্পদে বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অধিকার।

এটি ইসলামের একটি বিশেষ রুকন ও বাধ্যতামূলক সাদাকা। যা ধনীদের থেকে নিয়ে গরিবদেরকে দিতে হয়।

প্রশ্ন ২৩: মুস্তাহাব সাদাকা কী?

উত্তর: মুস্তাহাব সাদাকা হলো যাকাত ছাড়া যে কোন সাদাকা। যেমন: যে কোন সময়ে যে কোন কল্যাণকর কাজে কোন কিছু সাদাকা করা।

প্রশ্ন ২৪: সিয়ামের সংজ্ঞা বর্ণনা করো।

উত্তর: সিয়াম হলো আল্লাহর ইবাদাতের নিয়তে ফজরের সময় থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত যে কোন সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় থেকে দূরে থাকা। এটি আবার দু’ প্রকার:

ক. আবশ্যক সিয়াম। যেমন: রামাযান মাসের সিয়াম। এটি ইসলামের একটি

রুকনও বটে।

খ. অনাবশ্যক সিয়াম। যেমন: প্রত্যেক মাসের সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম।

প্রশ্ন ২৫: হজ্জ ও উমরার বর্ণনা দাও।

উত্তর: হজ্জ হলো ইবাদাতের উদ্দেশ্যে বিশেষ সময়ে বিশেষ কর্মকাণ্ডের জন্য বাইতুল্লাহিল-হারামে পদার্পণ করা।

আর উমরাহ হলো ইবাদাতের উদ্দেশ্যে যে কোন সময়ে বিশেষ কর্মকাণ্ডের জন্য বাইতুল্লাহিল-হারামে পদার্পণ করা।

প্রশ্ন ২৬: জিহাদ কী?

উত্তর: জিহাদ হলো ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অথবা ইসলাম ও মুসলমানের অধিকার রক্ষার্থে যে কোন কথা বলা ও কাজ করা কিংবা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা।

নবী চরিত

প্রশ্ন ১: আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধারা কী?

উত্তর: তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আব্দিল-মুত্তালিব ইবনু হাশিম। এদিকে হাশিম হলো কুরাইশ বংশীয় আর কুরাইশ হলো আরব জাতি। আর আরবীরা হলো ইসমাঈলের সন্তান। আর ইসমাঈল হলেন ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) এর ছেলে।

প্রশ্ন ২: আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মায়ের নাম কী?

উত্তর: আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মায়ের নাম হলো আমেনা বিনতে ওয়াহাব।

প্রশ্ন ৩: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পিতা কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। তখনও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেননি।

প্রশ্ন ৪: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হস্তীসালের রবিউল-আউয়াল মাসে রোজ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৫: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৬: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মা ব্যতীত আর কে কে তাঁর দুধমাতা ও লালন-পালনকারিণী ছিলেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুধমাতা ছিলেন মোট তিনজন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে:

১. তাঁর পিতার বান্দী উম্মে আইমান।

২. তাঁর চাচা আবু লাহাবের বান্দী সুওয়াইবা।

৩. হালিমা আস-সা’দিয়্যাহ।

প্রশ্ন ৭: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মা কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স যখন ছয় বছর হয় তখন তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর দাদা আব্দুল-মুত্তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করেন।

প্রশ্ন ৮: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাদা আব্দুল-মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব কে গ্রহণ করেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স আট বছর হলে তাঁর দাদা আব্দুল-মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করেন।

প্রশ্ন ৯: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখন তাঁর চাচার সাথে শাম দেশে সফর করেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচার সাথে বারো বছর বয়সে শাম দেশে সফর করেন।

প্রশ্ন ১০: শাম এলাকায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বিতীয় সফর কখন সংঘটিত হয়েছিলো?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম এলাকায় দ্বিতীয় সফর করেন। সফর থেকে ফিরে এসেই তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে পঁচিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন।

প্রশ্ন ১১: কুরাইশরা কখন কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করে?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কুরাইশরা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করে। তারা সে সময় হাজারে আসওয়াদ যথাস্থানে রাখার ব্যাপারে মতবিরোধ করলে তাঁকেই তারা সে ব্যাপারে ফায়সালাকারী হিসেবে নির্ধারণ করে। ফলে তিনি হাজারে আসওয়াদকে একটি কাপড়ে রেখে প্রত্যেক বংশকে কাপড়ের একটি কোণ ধরতে বলেন। সেখানে তখন বস্তুতঃ চারটি বংশই বসবাস করতো। যখন তারা হাজারে আসওয়াদকে যথাস্থানে উঁচিয়ে ধরলো তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হাতেই সেটিকে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করেন।

প্রশ্ন ১২: নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স তখন কতো ছিলো এবং তাঁকে কাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিলো?

উত্তর: নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। তাঁকে বিশ্বের সকল মানুষের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভীতি

প্রদর্শনকারীরূপে পাঠানো হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩: কিসের মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়?

উত্তর: সত্য স্বপ্নের মাধ্যমেই তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। তখন তিনি কোন স্বপ্ন দেখলে সকালের ন্যায় তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হতো।

প্রশ্ন ১৪: ওহীর পূর্বে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবস্থা কেমন ছিলো? আর প্রথমবার তাঁর উপর কখন ওহী নাযিল হয়?

উত্তর: তিনি ওহী পাওয়ার পূর্বে প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য-পানীয় নিয়ে হেরা গুহায় আল্লাহর ইবাদাত করতেন। হেরা গুহায় ইবাদাতরত অবস্থায়ই তাঁর উপর প্রথম ওহী নাযিল হয়।

প্রশ্ন ১৫: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর সর্বপ্রথম কুরআনের কোন্ অংশটুকু নাযিল হয়?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.

"পড়ুন, নিজ প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, বস্তুতঃ আপনার প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে। তিনি মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা ইতোপূর্বে জানতো না"। (সূরা আল-আলাক্ব: ১-৫)

প্রশ্ন ১৬: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর প্রথম কে ঈমান এনেছে?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন, পুরুষদের মধ্য থেকে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। মহিলাদের মধ্য থেকে খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। বাচ্চাদের মধ্য থেকে আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আরব বংশের সাথে সম্পৃক্তদের মধ্য থেকে যায়েদ ইবনু হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং গোলামদের মধ্য থেকে বিলাল আল-হাবশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

প্রশ্ন ১৭: ইসলামের শুরুতে দাওয়াতী পদ্ধতি কী ছিলো?

উত্তর: ইসলামের প্রথম তিন বছর দাওয়াত ছিলো অপ্রকাশ্যে বা গোপনে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ করা হয়।

প্রশ্ন ১৮: প্রকাশ্য দাওয়াতের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের অবস্থা কেমন ছিলো?

উত্তর: প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মুশরিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথী মু'মিনদেরকে প্রচুর কষ্ট দিয়েছে। ফলে তিনি মু'মিনদেরকে ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপতি নাজাশীর নিকট হিজরত করার অনুমতি দেন। আর ইতোমধ্যে মুশরিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তা থেকে রক্ষা করেন।

প্রশ্ন ১৯: দশম নববী সনে কে মৃত্যুবরণ করে?

উত্তর: দশম নববী সনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচা আবু তালিব এবং তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ২০: ইসরা ও মি'রাজ কখন সংঘটিত হয়?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স যখন পঞ্চাশে উপনীত হয় তখনই ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়।

ইসরা মানে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত তাঁর রাত্রিভ্রমণ। আর মি'রাজ মানে মসজিদে আকসা থেকে আকাশ হয়ে সিদরাতুল-মুনতাহা পাড়ি দেয়া।

প্রশ্ন ২১: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কার বাইরের লোকদেরকে কীভাবে দাওয়াত দিতেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সশরীরে তায়েফবাসীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। তেমনিভাবে তিনি নিজকে হজ্জের মৌসমে জনসমাবেশের সামনে উপস্থাপন করতেন। এভাবেই মদীনাবাসী আনসারীগণ মক্কায় এসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ঈমান এনে তাঁর সাহায্যে বদ্ধপরিকর হন।

প্রশ্ন ২২: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতো বছর মক্কায় দাওয়াতী কাজ করেছেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় তেইশ বছর দাওয়াতী কাজ করেন।

প্রশ্ন ২৩: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায় হিজরত করেছেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন।

প্রশ্ন ২৪: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় কতো বছর অবস্থান করেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ২৫: মদীনায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ইসলামের কী কী বিধান ফরয করা হয়েছে?

উত্তর: মদীনায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, আযান ও অন্যান্য ইসলামী বিধি-বিধান ফরয করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২৬: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে,

১. মহান বদর যুদ্ধ। **২.** উহুদের যুদ্ধ। **৩.** আহযাবের যুদ্ধ। **৪.** বনু কুরাইযার যুদ্ধ। **৫.** এক্কা বিজয়।

প্রশ্ন ২৭: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর সর্বশেষ কুরআনের কোন্ আয়াতটি নাযিল হয়?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর সর্বশেষ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾.

"তোমরা সেদিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পরিণাম পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে তাদের উপর সামান্যটুকুও যুলুম করা হবে না"। (আল-বাক্বারাহ: ২৮১)

প্রশ্ন ২৮: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তখন তাঁর বয়স কতো ছিলো?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **১১** হিজরী সনের রবিউল-আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৬৩ বছর।

প্রশ্ন ২৯: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কয়েকজন স্ত্রীর নাম উল্লেখ করো।

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। ২. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। ৩. উম্মু সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। ৪. হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

প্রশ্ন ৩০: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছেলে-মেয়ে কয়জন ছিলো?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছেলে ছিলো তিনজন:

১. কাসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। এ নামের ভিত্তিতেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আবুল-কাসেম বলা হয়। ২. আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ৩. ইব্রাহীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে ছিলো চারজন:

১. ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। ২. রুকাইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। ৩. উম্মু কালসূম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। ৪. যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ সকল সন্তান খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। একমাত্র ইব্রাহীমই মারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে এরা সবাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগেই মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুর ছয় মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ৩১: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে কিসের উপর রেখে গেলেন?

উত্তর: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে একটি সুস্পষ্ট পথের উপর রেখে গেছেন। যার রাত ও দিন সমান। একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তা থেকে পথভ্রষ্ট হয় না। এমন কোন কল্যাণ নেই যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে যাননি। তেমনিভাবে এমন কোন অকল্যাণ নেই যা থেকে তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি।

তাফসীর

প্রশ্ন ১: সূরা ফাতিহা পড়ে এর তাফসীর করো।

উত্তর: সূরা ফাতিহা ও এর তাফসীর নিম্নরূপ:

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾.

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই কেবল সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে এর উপর অবিচল থাকার তাওফীক দিন। ওদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। ওদের পথ নয় যারা আল্লাহর রোষানলে পতিত ও পথভ্রষ্ট"। (সূরা আল-ফাতিহা: ১-৭)

তাফসীর:

১. পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আমি তিলাওয়াত শুরু করছি।

২. সকল প্রকারের প্রশংসা ও পরিপূর্ণতা সর্বজগতের প্রতিপালক এক আল্লাহর জন্য।

৩. যিনি ব্যাপক রহমতের মালিক এবং মু'মিনদের জন্য বিশেষ কৃপাশীল।

৪. যিনি কিয়ামত দিবসের মালিক।

৫. আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৬. আপনি আমাদেরকে সঠিক তথা ইসলাম ও সুন্নাতের পথ দেখান ও এর উপর অবিচল থাকার তাওফীক দিন।

৭. আপনার নিয়ামতপ্রাপ্ত নবীগণ ও তাঁদের অনুসারী আপনার নেক বান্দাদের

পথ। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পথ নয়।

আমীন! তথা হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দুআগুলো কবুল করুন।

প্রশ্ন ২: সূরা ইখলাস ও এর তাফসীর বর্ণনা করো।

উত্তর: সূরা ইখলাস ও এর তাফসীর নিম্নরূপ:

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

"হে রাসূল! আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ; এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন; সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই"। (সূরা ইখলাস: ১-৪)

তাফসীর:

১. হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তিনি আল্লাহ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই।

২. তিনি অমুখাপেক্ষী। তাঁর দিকেই সৃষ্টির সকল প্রয়োজন উত্থিত করা হয়।

৩. তিনি একেবারেই পূত-পবিত্র; তাঁর কোন সন্তান নেই। না তাঁর কোন জন্মদাতা আছে।

৪. সৃষ্টির মাঝে তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

প্রশ্ন ৩: সূরা ফালাক ও এর তাফসীর বর্ণনা করো।

উত্তর: সূরা ফালাক ও এর তাফসীর নিম্নরূপ:

﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِيْ الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.

"হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের নিকট, তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং যাদুর উদ্দেশ্যে গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে। তেমনিভাবে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে"। (সূরা ফালাক: ১-৪)

তাফসীর:

১. হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমি সকাল বেলার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাচ্ছি।

২. কষ্টদায়ক তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে।

৩. আমি আরো আশ্রয় চাচ্ছি রাতে ছড়িয়ে পড়া প্রাণী ও চোরের অনিষ্ট থেকে।

৪. আমি আরো আশ্রয় কামনা করছি গিরায় ফুৎকারকারিণী যাদুকর মহিলাদের অনিষ্ট থেকে।

৫. আমি আরো আশ্রয় চাচ্ছি হিংসাকারীর হিংসুটে কর্মের অনিষ্ট থেকে।

প্রশ্ন ৪: সূরা নাস ও এর তাফসীর বর্ণনা করো।

উত্তর: সূরা নাস ও এর তাফসীর নিম্নরূপ:

﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْـخَنَّاسِ، الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْـجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾.

"হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের অধিপতি ও মানুষের প্রকৃত ইলাহের নিকট নিজকে লুকিয়ে রেখে বারবার কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। যে জিনও হতে পারে এবং মানুষও হতে পারে"। (সূরা নাস: ১-৬)

তাফসীর:

১. হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আপনি মানুষের প্রতিপালকের আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাচ্ছি।

২. মানুষের অধিপতির নিকট। যিনি তাঁর ইচ্ছা মাফিক তাদের মাঝে তসরুপ করতে পারেন। তিনি ছাড়া তাদের সত্যিকার কোন অধিপতি নেই।

৩. মানুষের ইলাহের নিকট। যিনি তাদের সত্য মা'বূদ। তিনি ছাড়া তাদের কোন সত্য মা'বূদ নেই।

৪. লুকিয়ে মানুষের মাঝে কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে।

৫. যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।

৬. সে মানুষও হতে পারে এবং জিনও হতে পারে।

প্রশ্ন ৫: সূরা আসর ও এর তাফসীর বর্ণনা করো।

উত্তর: সূরা আসর ও এর তাফসীর নিম্নরূপ:

﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِـحَاتِ وَتَوَاصَوْا

بِالْـحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মাঝে ডুবে আছে। তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় তারা ব্যতীত"। (সূরা আসর: ১-৩)

তাফসীর:

১. আল্লাহ তা'আলা সময়ের কসম খেয়েছেন।

২. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষ ক্ষতি ও ধ্বংসে নিমজ্জিত।

৩. তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং এর পাশাপাশি মানুষকে সত্যের দিকে ডাকে ও সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে তারা অবশ্যই ক্ষতি থেকে মুক্ত।

প্রশ্ন ৬: সূরা যালযালাহ বা যিলযাল ও এর তাফসীর বর্ণনা করো।

উত্তর: সূরা যালযালাহ বা যিলযাল ও এর তাফসীর নিম্নরূপ:

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَـهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَـهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَـهَا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَـهَا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَـهُمْ، فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ﴾.

"পৃথিবীকে যখন প্রচণ্ড কম্পনে কাঁপিয়ে দেয়া হবে এবং সে তার ভেতরকার সকল ধন-সম্পদ বের করে দিবে। আর মানুষ বলবে: এর কী হয়েছে? সে দিন পৃথিবী তার সমূহ বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার প্রতিপালক তাকে তা বলার আদেশ করবেন। সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বের হবে তাদের কৃতকর্ম দেখানোর জন্য। অতএব, কেউ অণু পরিমাণ কোন ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে"। (যালযালাহ/যিলযাল: ১-৮)

তাফসীর:

১. যখন পৃথিবীকে কঠিনভাবে নাড়িয়ে দেয়া হবে। যা কিয়ামতের দিনই সংঘটিত হবে।

২. আর পৃথিবী তার ভেতরে থাকা মৃত ও অন্যান্য সবকিছু বের করে দিবে।

৩. তখন মানুষ অস্থির হয়ে বলবে: পৃথিবীর কী হলো, সে এতো কাঁপছে বা নড়াচড়া করছে কেনো?

৪. সেই ভয়ানক দিনে পৃথিবী তার উপর কৃত সকল ভালো-মন্দ কর্মের সংবাদ দিবে।

৫. কারণ, আল্লাহইতো তাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ও বলার আদেশ করেছেন।

৬. সেই ভয়ানক দিনে যখন পুরো পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়া হবে মানুষ দলে দলে হিসাবের মাঠ থেকে বের হবে দুনিয়ায় কৃত তাদের আমলসমূহ দেখার জন্য।

৭. সুতরাং যে ব্যক্তি একটি ছোট পিপীলিকা সমপরিমাণ কল্যাণ ও নেকের কাজ করলো সে তা তার সামনেই দেখতে পাবে।

৮. আর যে সেই পরিমাণ খারাপ কাজ করলো সেও তা তার সামনে দেখতে পাবে।

হাদীস

প্রশ্ন ১: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: আমীরুল-মু'মিনীন আবু হাফস উমার ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেন:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়্যাত করেছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসূলের আদেশ মাফিক হবে তার হিজরত সেই অনুযায়ী হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া কামানো কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হবে তার হিজরত সেইভাবেই গণ্য হবে"। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের ফায়েদাসমূহ:

১. প্রত্যেক কাজের নিয়্যাত অবশ্যম্ভাবী। চাই তা সালাত, সিয়াম, হজ্জ কিংবা অন্যান্য আমল হোক না কেন।

২. নিয়্যাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য খাঁটি হতে হবে।

প্রশ্ন ২: বিদআত নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: উম্মুল-মু'মিনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

“যে আমাদের ধর্মে এমন কিছু আবিষ্কার করলো যা তাতে নেই তা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত”। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের ফায়েদাসমূহ:

১. ধর্মের নামে সকল আবিষ্কার নিষিদ্ধ।

২. সকল নব আবিষ্কিত কর্ম প্রত্যাখ্যাত; তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ৩: হাদীসে জিব্রীল পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: উমার ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ؛ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَـمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْـمَسْؤُوْلُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْـحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِيْ الْبُنْيَانِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

“আমরা একদা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম তখন একজন খুবই পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড় পরিহিত ব্যক্তি আমাদের নিকট

আসলো। যার চুলগুলো ছিলো একেবারেই কালো। তার মাঝে সফরের কোন আলামতই পরিলক্ষিত হচ্ছিলো না। এমনকি তাকে আমাদের কেউই চিনে না। সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে তাঁর রানের উপর হাত রেখে বললো: হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন: তখন তিনি বললেন: ইসলাম হলো এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রামাযানের রোযা রাখা এবং সক্ষমতা থাকলে কা'বা মুখে হজ্জ করা। সে বললো: আপনি সত্যই বলেছেন। আমরা তার কথা ও সত্যায়ন দেখে আশ্চর্য হলাম। সে আবার বললো: আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন: তিনি বললেন: ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল ও তাকদীরের ভালো-মন্দে দৃঢ় বিশ্বাস করা। সে বললো: আপনি সত্যই বলেছেন। সে আবার বললো: আপনি আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন: তিনি বললেন: ইহসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তাঁকে এভাবে দেখা না যায় তাহলে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। সে আবারো বললো: আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন: তিনি বললেন: প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রশ্নকর্তার চেয়ে বেশি জানে না। সে বললো: তাহলে কিয়ামতের কিছু আলামত বলুন: তিনি বললেন: বান্দী তার মনিবকে জন্ম দিবে। উলঙ্গ খালিপা দরিদ্র রাখালকে প্রাসাদ বানাতে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে। এরপর সে চলে গেলে আমি সেখানে কিছুক্ষণ বসা ছিলাম। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: হে উমার! তুমি কি জানো, প্রশ্নকর্তা কে? আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তিনি বললেন: ইনি হলেন জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম)। তিনি তোমাদেরকে ধর্ম শিখানোর জন্য এসেছেন। (মুসলিম)।

উক্ত হাদীসের ফায়েদাসমূহ:

১. এখানে ইসলামের পাঁচটি রুকনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেগুলো যথাক্রমে:

ক. এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

খ. সালাত কায়েম করা।

গ. যাকাত দেয়া।

ঘ. রামাযানের রোযা রাখা।

ঙ. বাইতুল্লাহিল-হারামের হজ্জ করা।

২. ঈমানের ছয়টি রুকনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেগুলো যথাক্রমে:

ক. আল্লাহর প্রতি ঈমান।

খ. তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান।

গ. তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।

ঘ. তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান।

ঙ. পরকালের প্রতি ঈমান।

চ. তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

৩. ইহসানের একটি রুকনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। যদি এভাবে তাঁকে দেখা না যায় তাহলে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন।

৪. কিয়ামত কায়িম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। তবে কিয়ামত কায়িমের সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।

প্রশ্ন ৪: উত্তম চরিত্রের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসটি এবং সেটির কিছু ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَكْمَلُ الْـمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

"তিনিই সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ ঈমানদার যাঁর চরিত্র সবচেয়ে ভালো"।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস।

উক্ত হাদীসের ফায়েদাসমূহ:

১. উত্তম চরিত্র ধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

২. চরিত্রের পরিপূর্ণতা মূলতঃ ঈমানেরই পরিপূর্ণতা বটে।

৩. ঈমান বাড়ে ও কমে।

প্রশ্ন ৫: ...مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ হাদীসটি পড়ো এবং এর কিছু ফায়েদা উল্লেখ

করো।

উত্তর: ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ؛ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাবে সে বস্তুতঃ কাফির বা মুশরিক হয়ে যাবে"। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন।

উক্ত হাদীসের কিছু ফায়েদা:

১. আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম খাওয়া জায়িয নয়।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া ছোট শিরক।

প্রশ্ন ৬: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ... হাদীসটি পড়ো এবং এর কিছু ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার নিজ পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসার পাত্র হই"। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের কিছু ফায়েদা:

১. আল্লাহ সবার চেয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বেশি ভালোবাসা ওয়াজিব।

২. উক্ত ভালোবাসা তার ঈমানেরই পরিপূর্ণতার অংশবিশেষ।

প্রশ্ন ৭: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ... হাদীসটি পড়ো এবং এর কিছু ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“তোমাদের কেউ প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার নিজ মু’মিন ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে”। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের কিছু ফায়েদা:

১. একজন মু’মিনের কর্তব্য হলো অন্য মু’মিন ভাইয়ের জন্য সেই কল্যাণটুকু পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

২. উক্ত ভালোবাসা তার ঈমানেরই পরিপূর্ণতার অংশবিশেষ।

প্রশ্ন ৮: সূরা ইখলাসের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসটি পড়ো এবং এর কিছু ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **ইরশাদ করেন:**

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

“সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ সমপর্যায়ের”। (ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের কিছু ফায়েদা:

১. সূরা ইখলাসের ফযীলত।

২. তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ সমপর্যায়ের।

প্রশ্ন ৯: **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ** এর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসটি পড়ো এবং এর কিছু ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **ইরশাদ করেন:**

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْـجَنَّةِ.

“ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ** যিকিরটি জান্নাতের একটি বিশেষ ভাণ্ডার”। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের কিছু ফায়েদা:

১. উক্ত কালিমার ফযীলত এবং সেটি জান্নাতের একটি বিশেষ ভাণ্ডার।

২. উক্ত কালিমা ব্যক্তিকে তার নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্য থেকে বের করে এনে

এক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল করে তোলে।

প্রশ্ন ১০: ...أَلَا وَإِنَّ فِيْ الْـجَسَدِ مُضْغَةً হাদীসটি পড়ো এবং এর কিছু ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: আন-নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেন:

أَلَا وَإِنَّ فِيْ الْـجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْـجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْـجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

"জেনে রাখো, শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরো রয়েছে যা ঠিক হলে পুরো শরীরই ঠিক হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হলে পুরো শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো, সেটি হলো মূলতঃ অন্তর"। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের কিছু ফায়েদা:

১. অন্তরের সুস্থতা মানেই বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থতা।

২. অন্তরের সুস্থতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, এর মাধ্যমেই মানুষের সুস্থতা ও সাধুতা নিরূপিত হয়।

প্রশ্ন ১১: ...مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ হাদীসটি পড়ো এবং এর কিছু ফায়েদা উল্লেখ করো।

উত্তর: মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْـجَنَّةَ.

"যার দুনিয়ার সর্বশেষ বাক্য হবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের কিছু ফায়েদা:

১. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ এর ফযীলত এবং একজন বান্দা এর মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

২. কারো দুনিয়ার সর্বশেষ বাক্য لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ হওয়ার ফযীলত।

প্রশ্ন ১২: জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) **এর হাদীসটি পড়ো এবং এর কিছু ফায়েদা উল্লেখ করো।**

উত্তর: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيْءِ.

"মু'মিন কখনো অন্যের প্রতি আঘাতকারী, লা'নতকারী, অশ্লীলভাষী ও অসদালাপী হতে পারে না"। (ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন)

উক্ত হাদীসের কিছু ফায়েদা:

১. বাতিল ও বিশ্রী কথা বলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

২. এ জাতীয় কথা না বলাই একজন মু'মিনের আসল বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী আদব ও শিষ্টাচার

আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা করাঃ

প্রশ্ন ১ঃ আল্লাহর সাথে আদব কীরূপ হওয়া চাই?

উত্তরঃ আল্লাহর সাথে আদব নিম্নরূপ হওয়া চাই:

১. আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

২. শরীকবিহীন তাঁর একক ইবাদাত করা।

৩. তাঁর আনুগত্য করা।

৪. তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করা।

৫. তাঁর অগণিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞাতা ও প্রশংসা করা।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আদব রক্ষা করাঃ

প্রশ্ন ২ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আদব কেমন হওয়া চাই?

উত্তরঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আদব নিম্নরূপ হওয়া চাই:

১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

২. তাঁর আনুগত্য করা।

৩. তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করা।

৪. তাঁর দেয়া সংবাদগুলো বিশ্বাস করা।

৫. তাঁর সুন্নাতের সাথে কিছু বাড়িয়ে বিদআত না করা।

৬. নিজের ও সবার চেয়ে তাঁকে বেশি ভালোবাসা।

৭. তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর সুন্নাতের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

মাতা-পিতার সাথে আদব রক্ষা করাঃ

প্রশ্ন ৩ঃ মাতা-পিতার সাথে আদব কেমন হওয়া চাই?

উত্তরঃ মাতা-পিতার সাথে আদব নিম্নরূপ হওয়া চাই:

১. গুনাহের কাজ ছাড়া যে কোন ব্যাপারে মাতা-পিতার আনুগত্য করা।

২. মাতা-পিতার খেদমত করা।

৩. যে কোন বৈধ কাজে মাতা-পিতার সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৪. মাতা-পিতার যে কোন বৈধ প্রয়োজন পূরণ করা।

৫. মাতা-পিতার জন্য সর্বদা দুআ করা।

৬. কথা বলার সময় মাতা-পিতার সাথে আদব রক্ষা করা। এমনকি তাদের সাথে বিরক্তিসূচক উহ্ শব্দটিও বলা জায়িয নয়।

৭. মুখ গোমড়া না করে মাতা-পিতার সাথে হাসিমুখে কথা বলা।

৮. মাতা-পিতার সাথে উচ্চ আওয়াজে কথা না বলা। বরং তাঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনা ও তাঁদের কথার মাঝে কথা না বলা। এমনকি তাঁদেরকে নাম ধরে না ডাকা। বরং তাঁদেরকে আম্মু-আব্বু বলে সম্বোধন করা।

৯. অনুমতি ছাড়া মাতা-পিতার রুমে প্রবেশ না করা।

১০. মাতা-পিতার হাত ও মাথায় চুমু দেয়া।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ৪: আমি কীভাবে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবো?

উত্তর: আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার ধরনসমূহ নিম্নরূপ:

১. ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে যথাসম্ভব সাক্ষাৎ করবো।

২. কথা, কাজ ও সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের প্রতি দয়া করবো।

ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ৫: আমি নিজ ভাই ও বন্ধুদের সাথে কীরূপ আচরণ করবো?

উত্তর: নিজ ভাই ও বন্ধুদের সাথে আমার আচরণ হবে নিম্নরূপ:

১. নেককারদেরকে সাথী ও বন্ধু বানাবো।

২. বদকারদেরকে সাথী ও বন্ধু বানাবো না।

৩. মুসলিম ভাইদেরকে সালাম দেবো ও তাদের সাথে মুসাফাহা করবো।

৪. কেউ রুগ্ন হলে তার খবরাখবর নেবো ও তার সুস্থতার জন্য দুআ করবো।

৫. কেউ হাঁচি দিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ" বললে তার উত্তরে আমি "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলবো।

৬. কেউ তার সাক্ষাতের জন্য আমাকে আহ্বান করলে আমি তার ডাকে সাড়া

দেবো।

৭. কেউ উপদেশ চাইলে তাকে আমি সদুপদেশ দেবো।

৮. কেউ অত্যাচারিত হলে তার পক্ষ হয়ে আমি যুলুম প্রতিরোধ করে তার সাহায্য করবো।

৯. নিজের জন্য যা পছন্দ করবো অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবো।

১০. কারো সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করবো।

১১. কথা ও কাজের মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেবো না।

১২. অন্যের গোপন কথা হিফাযত করবো।

১৩. কাউকে গালি দেবো না কিংবা তার গীবত করবো না অথবা কাউকে নিচু ভাববো না। তেমনিভাবে কাউকে হিংসে করবো না অথবা তাকে ধোঁকা দেবো না কিংবা তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করবো না।

প্রতিবেশী হওয়ার আদবসমূহ:

প্রশ্ন ৬: প্রতিবেশীর আদবগুলো কী কী?

উত্তর: নিজ প্রতিবেশীর সাথে পালনীয় আচরণগুলো নিম্নরূপ:

১. কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রতিবেশীর সাথে দয়া দেখাবো এবং প্রয়োজনে তার সাহায্য করবো।

২. ঈদ বা বিবাহ-শাদির খুশির সময় তাকে ধন্যবাদ জানাবো।

৩. রুগ্ন হলে তার খবরাখবর নেবো এবং বিপদগ্রস্ত হলে তাকে সান্ত্বনা দেবো।

৪. কোন খাবার তৈরি করলে যথাসম্ভব তাকে কিছু না কিছু দেয়ার চেষ্টা করবো।

৫. কথা ও কাজের মাধ্যমে তাকে কোন ধরনের কষ্ট দেবো না।

৬. উচ্চ আওয়াজে তাকে কোন কষ্ট দেবো না। না তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করবো। বরং তার ব্যাপারে যথাসাধ্য ধৈর্য ধারণ করবো।

মেহমানদারির আদবসমূহ:

প্রশ্ন ৭: মেহমান ও মেহমানদারির আদবসমূহ কী কী?

উত্তর: মেহমানের সাথে পালনীয় আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. কেউ মেহমানদারির দাওয়াত দিলে তার ডাকে সাড়া দেবো।

২. কারো সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা করলে তার থেকে সাক্ষাতের সময় ও অনুমতি নেবো।

৩. তার ঘরে প্রবেশের আগে তার অনুমতি নিবো।

৪. তার সাথে সাক্ষাতে বেশি দেরি করবো না।

৫. তার পরিবারের দিকে কুদৃষ্টি দেবো না।

৬. মেহমানকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে হাসি মুখে ও সুন্দর ভাষায় ভালোভাবে গ্রহণ করবো।

৭. মেহমানকে সুন্দর ও সম্মানজনক জায়গায় বসাবো।

৮. খাদ্য-পানীয় দিয়ে তাকে যথাযোগ্য সম্মান করবো।

রোগের সময়ের আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ৮: রোগ ও রুগ্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্পর্কীয় আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: যখন কোন রোগী শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভব করবে তখন আমি সেই ব্যথার জায়গায় নিজের ডান হাতখানা রেখে তিনবার "বিসমিল্লাহ" বলবো এবং আরো সাতবার বলবো:

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

"আমি নিজের অনুভূত ও আশঙ্কিত ব্যথার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পরাক্রমশালিতা ও শক্তির আশ্রয় কামনা করছি"।

২. আল্লাহর বরাদ্দে সন্তুষ্ট ও ধৈর্য ধারণ করবো।

৩. আমার রুগ্ন ভাইয়ের সাথে দ্রুত সাক্ষাৎ করে তার জন্য দুআ করবো এবং তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবো না।

৪. তার আবেদন ছাড়াই আমি তাকে ঝেড়ে দেবো।

৫. আমি তাকে যথাসম্ভব ধৈর্য, দুআ, পবিত্রতা ও সালাতের আদেশ করবো।

জ্ঞান আহরণের আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ৯: জ্ঞান আহরণের আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: জ্ঞান আহরণের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়্যাতকে খাঁটি করবো।

২. আমার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবো।

৩. শিক্ষকের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দেবো।

৪. তাঁর সামনে আদবের সাথে বসবো।

৫. তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবো এবং ক্লাসে তাঁর সাথে কোন ধরনের কথা কাটাকাটি করবো না।

৬. তাঁকে যে কোন ধরনের প্রশ্ন করার সময় তাঁর সাথে আদব রক্ষা করবো।

৭. তাঁকে তাঁর নাম ধরে কখনো ডাকবো না।

বৈঠকের আদবসমূহ:

প্রশ্ন ১০: বৈঠকের আদবসমূহ কী কী?

উত্তর: বৈঠকের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. বৈঠকে বসা লোকদেরকে সালাম দেবো।

২. বৈঠকের যেখানেই জায়গা পাবো সেখানেই বসবো। কিন্তু কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে আমি সেখানে বসবো না। না উভয়ের অনুমতি না নিয়ে কোন দু'জনের মাঝে বসবো।

৩. অন্যের বসার সুবিধার জন্য বৈঠককে প্রশস্ত করবো।

৪. বৈঠকের কারো সাথে কথা কাটাকাটি করবো না।

৫. বৈঠক থেকে উঠার আগে অনুমতি নিয়ে সালাম দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বো।

৬. বৈঠক শেষে বৈঠকের কাফফারার নিম্নোক্ত দুআ পড়বো:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবা করছি"।

ঘুমের আদবসমূহ:

প্রশ্ন ১১: ঘুমের আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: ঘুমের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. আমি দ্রুত ঘুমুতে যাবো।

২. পবিত্রাবস্থায় ঘুমুতে যাবো।

৩. কখনো উপুড় হয়ে ঘুমাবো না।

৪. ডান চোয়ালের নিচে ডান কাত হয়ে শয়ন করবো।

৫. শোয়ার আগে নিজের বিছানা ঝেড়ে নেবো।

৬. ঘুমের যিকিরগুলো পড়ে নেবো। যেমনঃ আয়াতুল-কুরসী একবার, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার এবং নিম্নোক্ত দুআ:

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

"হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমার মৃত্যু ও জীবন"।

৭. ফজরের সালাতের জন্য ঘুম থেকে উঠবো।

খাবার গ্রহণের আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ১২ঃ খাবার গ্রহণের আদবসমূহ কী কী?

উত্তরঃ খাবার গ্রহণের আদবসমূহ নিম্নরূপঃ

১. আমি আল্লাহর ইবাদাতে শক্তি পাওয়ার জন্য খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করবো।

২. খাবার গ্রহণের পূর্বে নিজের হাতদুটো ধুয়ে নিবো।

৩. "বিসমিল্লাহ" বলে ডান হাত দিয়ে নিজের পাশ থেকে খাওয়া শুরু করবো। প্লেটের মাঝখান থেকে কিংবা অন্যের সামনে থেকে খাবো না।

৪. শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলতে ভুলে গেলে মনে আসার সাথে সাথে "বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু" বলবো।

৫. উপস্থিত খাবারে সন্তুষ্ট থাকবো। খাবারের কোন দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করবো না। পছন্দ লাগলে খাবো আর পছন্দ না হলে তা পরিত্যাগ করবো।

৬. নির্ধারিত কিছু সংখ্যক লোকমা খাবো; তবে বেশি খাওয়ার চেষ্টা করবো না।

৭. গরম খাদ্য-পানীয়তে ফুঁ দেবো না। বরং সেটিকে ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত রেখে দেবো।

৮. মেহমান ও পরিবারের সাথে একত্রিত হয়ে খাবার গ্রহণ করবো।

৯. বড়দের আগে খাবার গ্রহণ করা শুরু করবো না।

১০. কোন কিছু পান করার সময় "বিসমিল্লাহ" বলে বসে বসে তিনবারে পান করবো।

১১. খাওয়া শেষে আল্লাহর প্রশংসা করবো।

পোশাক পরিধানের আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ১৩ঃ পোশাক পরিধানের আদবসমূহ কী কী?

উত্তর: পোশাক পরিধানের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. ডান দিক থেকে পোশাক পরিধান করবো এবং এ নিয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করবো।

২. টাখনুর নিচে লম্বা করে কাপড় পরিধান করবো না।

৩. ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরিধান করবে না।

৪. পোশাকের ক্ষেত্রে কাফির বা ফাসিকের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখবো না।

যান-বাহনে আরোহণের আদবসমূহ:

প্রশ্ন ১৪: যান-বাহনে আরোহণের আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: যান-বাহনে আরোহণের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. যান-বাহনে উঠার সময় বলবো:

بِسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾.

"আল্লাহর নামে আরোহণ করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। "মহান ও পবিত্র তিনি যিনি এগুলোকে আমাদের ব্যবহারের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ আমরা এগুলোকে নিজেরাই বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। নিশ্চয়ই আমরা একদা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবো"। (যুখরুফ: ১৩-১৪)

২. কোন মোসলমানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে অবশ্যই সালাম দিবে।

রাস্তার আদবসমূহ:

প্রশ্ন ১৫: রাস্তার আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: রাস্তার আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. আমি চলার সময় রাস্তার ডান দিকে বিনয় ও ভারসাম্যতা বজায় রেখে চলবো।

২. কারো সাথে সাক্ষাত হতেই তাকে সালাম দেবো।

৩. কাউকে কোন ধরনের কষ্ট না দিয়ে চোখ নিম্নগামী করে চলবো।

৪. অন্যদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবো।

৫. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ সরিয়ে দেবো।

ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার আদবসমূহ:

প্রশ্ন ১৬: ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. নিম্নোক্ত দুআ পড়ে বাম পা দিয়ে ঘর থেকে বের হবো:

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

"আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করছি। অকল্যাণ থেকে রক্ষা এবং কল্যাণের শক্তি একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নিজের ভ্রষ্টতা ও অন্যের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়া, নিজের পদস্খলন ও অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হওয়া, নিজের অত্যাচার ও অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া এবং নিজের মূর্খতা ও অন্যের দ্বারা মূর্খ আচরণের শিকার হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"।

২. নিম্নোক্ত দুআ পড়ে ডান পা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবো:

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

"আল্লাহর নামেই প্রবেশ করছি, আল্লাহর নামেই বের হয়েছি এবং সর্বদা আমাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করছি"।

৩. ঘরে ঢুকেই ঘরের অধিবাসীদেরকে সালাম দেবো এবং আমার প্রথম কাজ হবে মিসওয়াক করা।

মল-মূত্র ত্যাগের আদবসমূহ:

প্রশ্ন ১৭: মল-মূত্র ত্যাগের আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: মল-মূত্র ত্যাগের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. বাম পা দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করবো।

২. সেখানে প্রবেশ করার পূর্বেই নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে নেবো:

بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

"আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আমি খবীস জিন ও জিন্নীর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করি"।

৩. আল্লাহর নাম সম্বলিত কোন কিছু নিয়ে সেখানে প্রবেশ করবো না।

৪. মল-মূত্র ত্যাগের সময় মানবচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবো।

৫. মল-মূত্র ত্যাগের স্থানে কারো সাথে কোন ধরনের কথা বলবো না।

৬. মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখবো না।

৭. মল-মূত্র দূর করার সময় ডান হাত ব্যবহার না করে বরং নিজের বাম হাতই ব্যবহার করবো।

৮. মানুষের চলার পথ কিংবা তাদের বসার জন্য উপযুক্ত কোন কিছুর ছায়ার নিচে মল-মূত্র ত্যাগ করবো না।

৯. মল-মূত্র ত্যাগের পর নিজের হাতখানা ধুয়ে নেবো।

১০. "গুফরানাকা" বলে বাম পা আগে দিয়ে সেখান থেকে বের হবো।

মসজিদের আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ১৮: মসজিদের আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: মসজিদের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. নিম্নোক্ত দুআ পড়ে ডান পা আগে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবো:

بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন"।

২. দু' রাকআত তাহিয়্যাতুল-মসজিদ না পড়ে দ্রুত বসে পড়বো না।

৩. মুসল্লীদের সামনে দিয়ে হাঁটবো না, কোন হারানো জিনিসের ঘোষণা মসজিদে দেবো না কিংবা সেখানে কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করবো না।

৪. নিম্নোক্ত দুআ পড়ে বাম পা আগে দিয়ে মসজিদ থেকে বের হবো:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার বিশেষ দয়া কামনা করি"।

সালামের আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ১৯: সালামের আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: সালামের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হলে প্রথমে অন্য কিছু না বলে নিম্নোক্ত

বাক্যের মাধ্যমেই তাকে সালাম দেবো:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

"আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক"। কেবল হাত দিয়ে ইশারা করে কাউকে সালাম দেবো না।

২. কিছুটা মুসকি হেসে তাকে সালাম দেবো।

৩. ডান হাতে তার সাথে মুসাফাহা করবো।

৪. কেউ আমাকে কোনভাবে সম্ভাষণ জানালে এর সমপর্যায়ের কিংবা এরচেয়ে উত্তমরূপে তাকে সম্ভাষণ জানাবো।

৫. কোন কাফিরকে শুরুতেই সালাম দেবো না। তবে সে আমাকে সালাম দিলে তার মতো করেই আমি তার সালামের উত্তর দেবো।

৬. ছোট বড়কে, আরোহী হেঁটেচলা লোককে এবং হেঁটেচলা লোক বসা লোককে আর কমসংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

অনুমতির আদবসমূহ:

প্রশ্ন ২০: অনুমতির আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: অনুমতির আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. কোন জায়গায় প্রবেশের পূর্বে সেখানে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে নেবো।

২. তিনবারের বেশি অনুমতি চাইবো না। এরপরও অনুমতি না মিললে সেখান থেকে ফিরে যাবো।

৩. অতি নম্রভাবে দরজায় করাঘাত করবো। একেবারে দরজার মুখোমুখী দাঁড়াবো না। বরং দরজার ডানে কিংবা বামে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবো।

৪. অনুমতি ছাড়া নিজের মাতা-পিতা কিংবা অন্য কারো রুমে প্রবেশ করবো না। বিশেষকরে ফজর সালাতের আগে, দুপুরের আরামের সময় এবং এশার সালাতের পরে বিনা অনুমতিতে কারো রুমে প্রবেশ করবো না।

৫. তবে অনুমতি ছাড়া বসবাসের জায়গা নয় এমন কোথাও প্রবেশ করতে পারবো। যেমন: হাসপাতাল, ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদি।

পশুর সাথে সদাচরণের আদবসমূহ:

প্রশ্ন ২১: পশুর সাথে সদাচরণের আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তর: পশুর সাথে সদাচরণের আদবসমূহ নিম্নরূপ:

১. আমি যে কোন প্রাণীকে খাদ্য ও পানীয় দেয়ার চেষ্টা করবো।

২. যে কোন প্রাণীর প্রতি দয়া ও কোমলতা দেখাবো। সেটিকে তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেবো না।

৩. কোন প্রাণীকে যে কোন ধরনের শাস্তি ও কষ্ট দেবো না।

কুরআন তিলাওয়াতের আদবসমূহঃ

প্রশ্ন ২২ঃ কুরআন তিলাওয়াতের আদবসমূহ উল্লেখ করো।

উত্তরঃ কুরআন তিলাওয়াতের আদবসমূহ নিম্নরূপঃ

১. ওযু করে পবিত্র হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করবো।

২. সম্মান ও শিষ্টাচার বজায় রেখে বসবো।

৩. কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে আল্লাহর নিকট শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করবো।

৪. কুরআন নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করবো।

সূচীপত্র

প্রশ্ন ২৪: এ নামগুলোর ব্যাখ্যা করো

প্রশ্ন ২৫: ঈমান কি কথা ও কাজের সমন্বয়?

প্রশ্ন ২৬: ঈমান কি বাড়ে ও কমে?

প্রশ্ন ২৭: ইহসান কী?

প্রশ্ন ২৮: কখন কোন আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয়?

প্রশ্ন ২৯: আল্লাহর উপর ভরসা বলতে কী বুঝানো হয়?

প্রশ্ন ৩০: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ বলতে কী বুঝানো হয়?

ফিকহ অধ্যায়

প্রশ্ন ১: পবিত্রতার সংজ্ঞা কী?

প্রশ্ন ২: নাপাক লেগে পাওয়া বস্তু কীভাবে পবিত্র করা হয়?

প্রশ্ন ৩: ওযুর ফযীলত কী?

প্রশ্ন ৪: কীভাবে তুমি ওযু করবে?

প্রশ্ন ৫: ওযুর ফরয কয়টি ও কী কী?

প্রশ্ন ৬: ওযুর সুন্নাত কয়টি ও কী কী?

প্রশ্ন ৭: ওযুভঙ্গের বিষয় কয়টি?

প্রশ্ন ৮: তায়াম্মুম কী?

প্রশ্ন ৯: তায়াম্মুমের পদ্ধতি

প্রশ্ন ১০: তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বিষয় কী কী?

প্রশ্ন ১১: সালাতের অর্থ

প্রশ্ন ১২: সালাতের বিধান

প্রশ্ন ১৩: প্রাত্যহিক প্রত্যেক মুসলিমের উপর কয় বেলা সালাত ফরয এবং প্রত্যেক সালাতের রাকআত সংখ্যা

প্রশ্ন ১৪: সালাতের শর্ত কয়টি?

প্রশ্ন ১৫: সালাতের রুকন কয়টি?

প্রশ্ন ১৬: সালাতের ওয়াজিবগুলো উল্লেখ করো

প্রশ্ন ১৭: সালাতের সুন্নাত কী কী?

প্রশ্ন ১৮: সালাত ভঙ্গকারী বিষয় কয়টি?

প্রশ্ন ১৯: একজন মুসলিম কীভাবে সালাত আদায় করবে?

প্রশ্ন ২০: সুনানে রাতেবা কী?

প্রশ্ন ২১: সালাতে খুশু' বলতে কী বুঝায়?

প্রশ্ন ২২: যাকাতের সংজ্ঞা বলো

প্রশ্ন ২৩: মুস্তাহাব সাদাকা বলতে কী বুঝায়?

প্রশ্ন ২৪: সিয়ামের সংজ্ঞা বলো

প্রশ্ন ২৫: হজ্জ ও উমরাহর সংজ্ঞা বলো

প্রশ্ন ২৬: জিহাদ কী?

সীরাতে নববী অধ্যায়

প্রশ্ন ১: আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশ কী?

প্রশ্ন ২: আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মায়ের নাম কী?

প্রশ্ন ৩: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পিতা কখন মৃত্যুবরণ করেন?

প্রশ্ন ৪: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখন জন্মগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন ৫: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন ৬: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মা ব্যতীত তাঁর দুগ্ধপানকারিণী ও লালন-পালনকারিণী কে কে?

প্রশ্ন ৭: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মা কখন মৃত্যুবরণ করেন?

প্রশ্ন ৮: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাদা আব্দুল-মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব কে গ্রহণ করেন?

প্রশ্ন ৯: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখন তাঁর চাচার সাথে শাম এলাকায় সফর করেন?

প্রশ্ন ১০: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বিতীয় সফর কখন ছিলো?

প্রশ্ন ১১: কুরাইশরা কখন কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করে?

প্রশ্ন ১২: নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স কতো ছিলো এবং কার নিকট তাঁকে পাঠানো হয়?

প্রশ্ন ১৩: কীভাবে ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়?

প্রশ্ন ১৪: ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে তাঁর অবস্থা কেমন ছিলো এবং কখন তাঁর উপর প্রথম ওহী নাযিল হয়?

প্রশ্ন ১৫: তাঁর উপর কুরআনের কোন্ আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়?

প্রশ্ন ১৬: তাঁর রিসালাতের উপর সর্বপ্রথম কে ঈমান আনে?

প্রশ্ন ১৭: ইসলামের দাওয়াত কেমন ছিলো?

প্রশ্ন ১৮: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবস্থা কেমন ছিলো এবং প্রকাশ্য দাওয়াতের পর কে সর্বপ্রথম তাঁর উপর ঈমান আনে?

প্রশ্ন ১৯: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াতের দশম বছরে কে মৃত্যুবরণ করেন?

প্রশ্ন ২০: ইসরা ও মি'রাজ কখন হয়?

প্রশ্ন ২১: মক্কার বাইরের লোকদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কীভাবে দাওয়াত দিতেন?

প্রশ্ন ২২: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতো বছর যাবত মক্কায় দাওয়াতী কাজ করেন?

প্রশ্ন ২৩: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায় হিজরত করেন?

প্রশ্ন ২৪: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতো বছর মদীনায় অবস্থান করেন?

প্রশ্ন ২৫: ইসলামী কোন শরীয়ত তাঁর উপর মদীনায় ফরয করা হয়?

প্রশ্ন ২৬: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপস্থিতিতে বিশেষ কয়েকটি যুদ্ধ

প্রশ্ন ২৭: কুরআনের কোন্ অংশটি সর্বশেষ নাযিল হয়?

প্রশ্ন ২৮: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখন মৃত্যুবরণ করেন এবং তখন তাঁর বয়স কতো ছিলো?

প্রশ্ন ২৯: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কয়েকজন স্ত্রীর নাম উল্লেখ করো

প্রশ্ন ৩০: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কয়েকজন সন্তানের নাম

প্রশ্ন ৩১: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে কোন পথে রেখে গেলেন?

তাফসীর অধ্যায়

প্রশ্ন ১: সূরা ফাতিহা পড়ো ও এর তাফসীর করো

প্রশ্ন ২: সূরা ইখলাস পড়ো ও এর তাফসীর করো

প্রশ্ন ৩: সূরা ফালাক পড়ো ও এর তাফসীর করো

প্রশ্ন ৪: সূরা নাস পড়ো ও এর তাফসীর করো

প্রশ্ন ৫: সূরা আসর পড়ো ও এর তাফসীর করো

প্রশ্ন ৬: সূরা যালযালাহ বা যিলযাল পড়ো ও এর তাফসীর করো

হাদীস অধ্যায়

প্রশ্ন ১: ...إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ২: নব আবিষ্কৃত বস্তু নিষেধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ৩: জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) সংক্রান্ত হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ৪: সচ্চরিত্রের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ৫: ...مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ৬: ...لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ৭: ...لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ৮: সূরা ইখলাসের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ৯: ...لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ এর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ১০: ...أَلَا إِنَّ فِيْ الْجَسَدِ مُضْغَةً হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ১১: ...مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا: لَا إِلَهَ إِلَّا بِاللهِ হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

প্রশ্ন ১২: জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসটি পড়ো এবং এর কয়েকটি ফায়েদা উল্লেখ করো

ইসলামী সংস্কৃতি অধ্যায়

আল্লাহর শানে প্রদর্শিত আদবসমূহ

প্রশ্ন ১: আল্লাহর সাথে প্রদর্শিত আদবসমূহ কেমন হওয়া চাই?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে প্রদর্শিত আদবসমূহ

প্রশ্ন ২: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে প্রদর্শিত আদবসমূহ কেমন হওয়া চাই?

মাতা-পিতার সাথে প্রদর্শিত আদবসমূহ

প্রশ্ন ৩: মাতা-পিতার সাথে প্রদর্শিত আদবসমূহ কেমন হওয়া চাই?

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার আদবসমূহ

প্রশ্ন ৪: আমি কীভাবে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবো?

আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্বের আদবসমূহ

প্রশ্ন ৫: দ্বীনী ভাই ও বন্ধুদের সাথে আমার আচরণ কেমন হওয়া চাই?

প্রতিবেশীর সাথে প্রদর্শিত আদবসমূহ

প্রশ্ন ৬: প্রতিবেশীর সাথে প্রদর্শিত আদবসমূহ কী কী?

মেহমানদারির আদবসমূহ

প্রশ্ন ৭: মেহমান ও মেহমানদারির আদবসমূহ কী কী?

রোগ সংক্রান্ত আদবসমূহ

প্রশ্ন ৮: রোগ ও রোগীর সাথে সাক্ষাত সংক্রান্ত আদবসমূহ উল্লেখ করো

জ্ঞান অন্বেষণের আদবসমূহ

প্রশ্ন ৯: জ্ঞান অন্বেষণের আদবসমূহ উল্লেখ করো

মজলিসের আদবসমূহ

প্রশ্ন ১০: মজলিসের আদবসমূহ কী কী?

ঘুমের আদবসমূহ

প্রশ্ন ১১: ঘুমের আদবসমূহ উল্লেখ করো

খাদ্যগ্রহণের আদবসমূহ

প্রশ্ন ১২: খাদ্যগ্রহণের আদবসমূহ কী কী?

পোশাক পরিধানের আদবসমূহ

প্রশ্ন ১৩: পোশাক পরিধানের আদবসমূহ কী কী?

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন এই যে, তিনি যেন আমাদের সবাইকে সঠিকটি জেনে-বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত